বাকৃবিতে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে আহত ৫০

বাকৃবি প্রতিনিধি
১ জুন ২০২২ ১২:০০ এএম |
আপডেট: ১ জুন ২০২২
০১:৩৪ এএম

advertisement

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) শাখা ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে প্রায় ৫০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়েও। এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদের পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত বন্ধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক ড. এ. কে. ফজলুল হক ভূঁইয়া। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ক্লাস করা থেকে বিরত আছেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা

অধ্যাপক ড. খান মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, মঙ্গলবারের অনাকাক্সিক্ষত ঘটনায় অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। অনেকেই এখনো মেডিক্যালে ভর্তি আছে। তাদের কথা বিবেচনায় নিয়ে আজকের চলমান পরীক্ষা বন্ধ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে চলমান সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। বাকৃবি ছাত্রলীগ সভাপতি খন্দকার তায়েফুর রহমান রিয়াদ বলেন, বাকৃবিতে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা অনাকাক্সিক্ষত। শহীদ শামসুল হক হল বাকৃবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে তাদের মধ্যে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বা সামনে এমন পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করবে, তাদের শনাক্ত করে আমরা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেব। তবে মুন্নাকে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়নি। সে নিজ ইচ্ছায় হল থেকে বের হয়ে গেছে। হল থেকে বের হয়ে

গেলেও হলের কিছু জুনিয়রকে তার নিজের গ্রুপে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এ ঘটনার জন্য কয়েকজন তাকে চড়-থাপ্পড় দিয়েছে।

বাকৃবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান বলেন, ক্যাম্পাসে যারা এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তাদের চিহ্নিত করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল ছাত্রলীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মুইন নাদিম আল মুন্নাকে হল থেকে বের করে দেয় বাকৃবি ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার তায়েফুর রহমান রিয়াদ গ্রুপের নেতাকর্মীরা। পরে মুন্না ৩০ মে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কে. আর মার্কেটে এলে সভাপতি গ্রুপের প্রায় ২০ জন তার ওপর চড়াও হয়ে কিল,-ঘুষি মারলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীরা ঘটনাটি জানতে পারলে দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ঘটে।